ভূমিকা

এই দ্বিতীয় খণ্ডে প্রায় সকল বিষয় নূতন লেখা হইল। যে২ বস্তু বালকগণের সর্ব্বাগ্রে জ্ঞাত কর্ত্তব্য তাহা প্রায় সকলি সংগ্রহ হইয়াছে। বালকদিগকে প্রথমে নীতি শিক্ষা দেওয়া যুক্তি যুক্ত নহে, যেহেতু তাহারদিগের ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান আদৌ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। যে সকল দ্রব্যাদি সর্ব্বদা নিরীক্ষণ করিতে পায় সেই সকল বস্তু অগ্রে জানিলে পশ্চাৎ [illegible] অর্থ অনায়াসে গ্রহণে সমর্থ হইবে। এক২ শব্দের শত বাক্য [illegible] তাৎপর্য্য [illegible] এই সকলের কিয়দংশ স্মরণ রাখিতে পারে তাহা হইলে ভবিষ্যতে যে প্রচুর ফল প্রাপ্ত হইবে তাহার সন্দেহ নাই। প্রথম ভাগে অনেক বর্ণাশুদ্ধ আছে এবং এই খণ্ডও যে সর্ব্বাংশে উৎকৃষ্ট হইবে তাহার প্রত্যাশা নাই তবে বিজ্ঞবর বিদ্যোৎসাহি মহাশয়গণ স্ব২ মহত্ত্বানুসারে দোষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক গুণ গ্রহণে ত্রুটি করিবেন না ইতি।

সাং হাজিনগর খানবাটী
মাঘ সন ১২৬২

শ্রীউমাচরণ চট্টোপাধ্যায়।

বালকরঞ্জন

বর্ণমালা।

দ্বিতীয় ভাগ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

শরীরের অঙ্গ।

১ চুল — কেশ, কুন্তল, শিরোরুহ, চিকুর, মূর্দ্ধজ, কুশাল,
বাল, কচ, শিরসিজ, অস্র, বৃজিনঃ।

চুল মনুষ্যের শোভাকর হইয়া অত্যন্ত উপকারক হইয়াছে, অর্থাৎ শিতকালের চর্ম্ম-ভেদী হিম কিম্বা গ্রীষ্মকালের প্রচণ্ডরৌদ্র মস্তকে লাগিতে পারে না। বিশেষ কোন পীড়া না হইলে সকলেরি কেশ রাখা কর্ত্তব্য। পুরুষেরা অল্প এবং স্ত্রীলোকেরা দীর্ঘ কুন্তল রাখিয়া থাকেন, যেহেতু ইহাতে উভয়কেই সুশ্রী দেখায়। মস্তক শীতল রাখিবার জন্য ইঙ্গরাজগণ পশ্চাতের কুশালাপেক্ষা সম্মুখের চিকুর অধিকতর রাখিয়া থাকেন। সকলের কর্ত্তব্য যে এই মূর্দ্ধজ সর্ব্বদা পরিস্কার রাখেন, তাহা হইলে উকুনাদি কিছুই

হইতে পারে না। ইংরাজি ডাক্তরেরা ও এতদ্দেশী বৈদ্যগণ শিরোরুহ চিক্কণ রাখিবার জন্য তৈল মৰ্দ্দন করিতে অনুরোধ করেন। যাহার কচ নাই তাহাকে "টেকো" বলে। শরীরের উপর যে অঙ্গে থাকে তাহাকে লোম কহিয়া থাকে ইতি।

১ মস্তক — মস্তক, শিরোদেশ, প্রধানাঙ্গ, উত্তমাঙ্গ, শিরঃ, শীর্ষ, মূর্দ্ধা, মুণ্ড, মৌলি, মাথা।

জীবগণের সৃষ্টির সময় হইতে মস্তক শরীরের প্রধানাঙ্গ রূপে গণ্য হইয়া আসিতেছে, এই নিমিত্ত ইহার নাম উত্তমাঙ্গ। এই শিরোদেশকে সর্ব্বদা শীতল রাখা কর্ত্তব্য, যেহেতু পণ্ডিতগণ কহেন যে ইহা বুদ্ধির বাসস্থান। যদি শিরঃ উষ্ণ হয় তাহা হইলে নানাবিধ পীড়া হইয়া থাকে। অনেক সভ্য দেশে বিশেষ ইংরাজগণের মধ্যে ইহা প্রচলিত আছে যে তথাকার মোটবাহকেরা কখন মাথায় ভার দ্রব্য গ্রহণ করে না, কিম্বা কাহার মুণ্ডে কেহ আঘাতও করে না। অতএব এতাদৃশ শীর্ষোপরি কখন কাহাকে আঘাত করিও না, এবং সর্ব্বদা মৌলি পরিষ্কার রাখিবে। এই মূর্দ্ধের পশ্চাদ্ভাগকে ঘাড় কহে। মস্তকের নিম্নভাগকে কপাল কহে ইতি।

৩ কপাল—ললাট, ভাল, মাথার খুলি।

এই কপালের গঠন দ্বারা মনুষ্যচয়ের বুদ্ধি-বৃত্তির তার তম্য জ্ঞাত হওয়া যাইতে পারে, অর্থাৎ যদি কোন ব্যক্তির সুদীর্ঘ স্বচ্ছ ললাট হয় সে ব্যক্তি যে বুদ্ধিমান তাহা সকলে স্বীকার করিয়া থাকেন। স্ত্রী-লোকের ভাল যদি পরিষ্কার না থাকে তাহা হইলে তাহার মুখশ্রী থাকে না। আমারদিগের এমত সংস্কার আছে যে বিধাতা ছয়দিনের বালকের কপালে শুভা-শুভ ফল লিখিয়া দেন, এবং তদনুসারে সেই ব্যক্তি যাবজ্জীবন কর্ম্ম-ফল ভোগ করে। কপালের নিম্ন-ভাগে ভ্রূ দ্বয় আছে ইতি।

৪ ভ্রূ—চক্ষু দ্বয়ের উর্দ্ধভাগস্থ লোমশ্রেণী।

যদি চক্ষুর উপরে এই ভ্রূ না থাকিত তবে সুদৃশ্যের প্রতি অনেক প্রতিবন্ধক হইত; বিশেষ ললাটের ঘর্ম্মাদি সহজেই চক্ষের উপর পতিত হইয়া সদত যন্ত্রণার কারণ হইত, এই জন্য ভগবান লোমাবলিতে ভূষিত করিয়াছেন। চক্ষুর্দ্বয়ের উর্দ্ধভাগস্থ লোম-শ্রেণী কাহার অতি দীর্ঘ থাকে এবং তাহা একত্রিত হইলে "জোড়াভ্রূ" কহে। পুরুষের জোড়া-ভ্রূ থাকিলে

বিলক্ষণ শোভাকর হয়। ইহারদিগের অধঃভাগে চক্ষুর্দ্বয় আছে ইতি।

---

৫ চক্ষু—দর্শনেন্দ্রিয়, নয়ন, নেত্র, দৃষ্টি, অক্ষি, লোচন, ঈক্ষণ, দৃক্, অম্বক, দর্শন, তপন।

মানবগণের চক্ষু অতি উৎকৃষ্ট পদার্থ, এবং শরীরের নবদ্বার মধ্যে চক্ষুর্দ্বয় দুই দ্বার। এই দর্শনেন্দ্রিয় দ্বারা আমরা জগদীশ্বরের সমুদয় বিশ্ব নিরীক্ষণ করিতে সক্ষম হই। নয়ন না থাকিলে কি দুঃখের বিষয় হইত। যে ব্যক্তির নেত্র নাই তাহাকে "অন্ধ" কহে; এবং সে দিবা নিশি সমভাবে কিছুই দেখিতে পায় না। যদি নিবিড়ান্ধকার গৃহে অক্ষিদ্বয় নিমীলন কর তাহা হইলে অনায়াসে বোধ করিতে পারিবে যে লোচনহীন ব্যক্তি অহর্নিশী কি যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে অতএব এমত সকল ব্যক্তির প্রতি তোমারদিগের সম্পূর্ণ সাহায্য করা আবশ্যক। তাহারদিগকে দেখিয়া ব্যঙ্গ করিলে মূর্খতা প্রকাশ পায়, এবং ঈশ্বর ক্রোধ করেন। এই অম্বক দ্বয়ের মধ্যে নাসিকা স্থিত আছে ইতি।

---

৬ নাসিকা—ঘ্রাণেন্দ্রিয়, নাক, নাস, ঘ্রাণ, গন্ধবহা, ঘোণা, শিঙ্ঘিনী, নাসিকা, নস্যা, গন্ধনলী, গন্ধজ্ঞ।

নাসিকা শরীরের এক প্রধানাঙ্গ, এবং ইহার দুই রন্ধ্র অর্থাৎ ছিদ্র নবদ্বারের দুই দ্বার। এই ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা সমুদয় খাদ্য দ্রব্যের আঘ্রাণ লওয়া যায়। এই ঘ্রাণ সহকারে সৌগন্ধ এবং দুর্গন্ধ প্রভেদ করা যাইতে পারে। যাহার নাক ক্ষুদ্র বা চেপ্টা তাহাকে "খাঁদা" বলে এবং তাহাতে কুৎসিত দেখায়। নাসা সুদীর্ঘ হইলে পণ্ডিতের চিহ্ন। নাসিকাতে অল্প আঘাত লাগিলে অত্যন্ত কষ্ট হয়। অতএব সর্ব্বদা সাবধান হইবে যেন কাহার নাসিকার উপর আঘাত না লাগে ইতি।

গাল বা কপোল।

গাল এক শরীরের অঙ্গ, অত্যন্ত কোমল, প্রায় সু-[illegible] মাংস নির্ম্মিত। গণ্ডদেশ অতি বড় ভাল দেখায় না, যে ব্যক্তির বড় কপোল তাহাকে "গাল-টেবো" বলে। অধিক মিষ্ট দ্রব্য ভক্ষণ করিলে গাল বড় হয়। স্ত্রীলোকের গাল পরিষ্কার রাখা কর্ত্তব্য যেহেতু তাহাদের সুশ্রী দেখাইবার এক প্রধান অঙ্গ গণ্ডদেশ। যাহার গাল বড় তাহাকে "গাল-টেবো" বলিয়া পরিহাস করা ভদ্রলোকের কর্ত্তব্য নহে ইতি।

---

* কর্ণ—শ্রবণেন্দ্রিয়, শ্রুতি, কাণ, শ্রবণ, শ্রব, শব্দগুণ, শ্রোত্র, শ্রোত্র, শব্দগ্রহ।

এই কর্ণের নাম শ্রবণেন্দ্রিয়, যেহেতু ইহার দ্বারা নানাবিধ শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। ইহার ছিদ্রকে "কর্ণকুহর" কহে এবং তাহারা ও নবদ্বারের দুই দ্বার। যে ব্যক্তি শুনিতে না পায় তাহাকে "কালা" বা "বধির" কহে। মস্তকে জল হইলে শ্রুতিতে পীড়া হয়। পশুদিগের কাণ বড়। সর্পের কর্ণ নাই, চক্ষু দ্বারা শ্রবণ করিয়া থাকে। এই হেতু তাহার নাম চক্ষুঃশ্রবা ইতি।

---

১ ওষ্ঠ—উপরের ঠোঁট, দন্তচ্ছদ, দন্তবস্ত্র, দন্তবাস, দশনবাস, রদচ্ছদ।

ওষ্ঠ দ্বারা দন্তকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে, এই জন্য ইহার নাম দন্তচ্ছদ। মুখে যে সকল সামগ্রী আহারের নিমিত্ত দেওয়া যায়, সে সকল দন্তবস্ত্রের দ্বারা আটকাইয়া রাখে। দন্তবাস শুদ্ধ মাংস নির্ম্মিত, কিন্তু ইচ্ছাপূর্ব্বক নাড়া যাইতে পারে। অতি তীক্ষ্ণ অস্ত্র ওষ্ঠের উপর রাখা ভাল নয়, যেহেতু তাহাতে রদচ্ছদ কাটিয়া যাইতে পারে। শীতকালে কাহার দশনবাস ফাটিয়া যায় এবং তদ্দ্বারা রক্ত বহিষ্কৃত হইয়া থাকে। কতকগুলি বর্ণের উচ্চারণ ওষ্ঠ হইতে হইয়া থাকে এবং তাহাদিগকে "ওষ্ঠ্যবর্ণ" কহে। নীচের ঠোঁটের

নাম অধর। ঠোঁটের উপরে যে কেশ তাহাকে গোঁপ কহে।

মুখ — বদন, আস্য, বক্ত্র, তুণ্ড, আনন, লপন।

অঙ্গের মধ্যে মুখ এক দ্বার, এবং তাহা দ্বারা মনুষ্য আহারীয় বস্তু উদরে প্রবেশ করে। "বদন" এই শব্দ কহিলে গাত্র মস্তক হইতে গলা পর্য্যন্ত বুঝায়, যথা সুন্দর আস্য, দেখ বলিলে মনুষ্যের বক্ত্র বুঝায়। কিন্তু যখন কেহ এমত কহে যে এক দ্রব্য মুখে ফেলিয়া দেও, তখন মস্তক না বুঝাইয়া কেবল তুণ্ড বুঝায়। কথা ও হাস্য এই আনন হইতে হইয়া থাকে, অন্য কোন অঙ্গের দ্বারা কথা কহা কিম্বা হাস্য করা যায় না। লপন ছাড়া প্রায় কোন জীব নাই, সকলেরি মুখ আছে। কাহার মুখ থাকিতে কথা কহিতে পারে না, যাহারা কথা কহিতে পারে না তাহারদিগকে মূক কিম্বা বোবা কহে। বোবাকে দেখিয়া উপহাস করা অতি মন্দ কর্ম্ম।

১১ দন্ত — দাঁত, রদন, দশন, রদ, দ্বিজ [illegible]।

দন্ত অস্থি নির্ম্মিত, মনুষ্যগণের তিন প্রকার দাঁত

আছে। সম্মুখের দন্ত দ্বারা কর্ত্তন, তদ্পার্শ্বের দন্ত দ্বারা মাংসাদি বিদীর্ণ করণ, আর কশের দন্ত দ্বারা চর্ব্বন করিতে হয়। ইহা ব্যতীত কাহার দশনের উপ- দিয়া দুইটা দন্ত উঠিয়া থাকে এবং তাহাকে "গজ- দন্ত" কহে। দদন বড় হইলে "দেঁতো" বলে, এবং তাহাতে মুখের ছটার লাঘব করে, প্রায় সকল পশুর দাঁত আছে। কোন২ বালক কাঠি বা আল্পিন দিয়া দন্ত খুঁটিয়া থাকে, কিন্তু তাহা অতি মন্দ, যেহেতু তা- হাতে দন্তের গোড়া ফাক হইয়া অতি শীঘ্র পতন হইয়া যায়। অধিক মিষ্ট খাইলে অতি ত্বরায় রদ লোপ হয় অতএব অধিক মিষ্ট আহার করিও না। কতগুলি বর্ণ দন্ত দ্বারা উচ্চারণ হয়, এবং তাহারদিগকে "দন্ত্য বর্ণ" কহে।

---

১১ জিহ্বা—রসজ্ঞানেন্দ্রিয়, জিব, রসনা, জিহ্ব, রসজ্ঞা, রশনা, রসন।

জিহ্বা নিরবচ্ছিন্ন মাংস নির্ম্মিত। ইহার দ্বারা বাক্যো- চ্চারণ হয়, এবং সকল প্রকার রসের আস্বাদন করা যায় বলিয়া ইহার নাম রসজ্ঞানেন্দ্রিয়। রসনা যদি ক্ষুদ্র হয় তাহা হইলে "তোত্‌লা" হয়। যদি কেহ তোত্‌লাকে দেখিয়া বিদ্রুপ করে তবে তাহার বুদ্ধিম

নাই জ্ঞান করিতে হইবেক, কারণ স্বাভাবিক অঙ্গ দোষ সকলেরি হইতে পারে। এই জিবের নিচে একটি ক্ষুদ্র জিব আছে তাহাকে "আল্‌জিব" কহে।

---

১৩ দাড়ি—দাচিকা, অধরের অধভাগ, চিবুক, দংষ্ট্রিকা।

মুখের শ্রী জন্য দাড়ি অতি আবশ্যক। এই দাড়ি পরিমিত ভাল, অত্যন্ত লম্বা বা অত্যন্ত বসা হইলে মুখের শ্রী থাকে না। পুরুষের দিগের উপযুক্ত কালে চিবুকের উপর যে লোমাবলি হইয়া থাকে তাহাকে শ্মশ্রু কহে। সভ্য গণ ঐ কেশ রাখেন না। তবে মুছলমানেরা ও যোগী, ও নাগা প্রভৃতিরা ধর্ম্ম জন্য রাখিয়া থাকে। অত্যন্ত বড় শ্মশ্রু হইলে বিকটাকার দেখায়। এবং বালক গণ ভয় পায়। দাড়ির নিম্নভাগকে "টুঁটী" কহে।

---

১৪ টুঁটী—কণ্ঠ, গল, গলারনলী,

শরীরের মধ্য টুঁটী এক প্রধানাঙ্গ। ইহাতে যদি অল্প বেদনা হয় তাহা হইলে আহারাদির বিষম ব্যাঘাত হয়। মহাদেব বিষ পান করিয়া গলায় রাখিয়া

ছিলেন এবং তজ্জন্য তাহার কণ্ঠ নীল বর্ণ হইয়াছিল সেইহেতু তাহার নাম নীলকণ্ঠ হইল। কণ্ঠ হইতে কতক গুলি বর্ণের উচ্চারণ হইয়া থাকে, এবং তাহার দিগকে "কণ্ঠ্য বর্ণ" কহে। গলার নলিতে যদি কে আঘাত করে তাহা হইলে অতিশয় পীড়াদায়ক হয় অতএব কাহারো কণ্ঠোপরি আঘাত করিও না।

১৫ কাঁধ—স্কন্ধ, কন্দর, ভুজশির, অংস, কক্ষ, দোঃশিখর।

মনুষ্যচয়ের পক্ষে কাঁধ বড় প্রয়োজনীয়। ইহা দ্বারা বিবিধ প্রকার কর্ম্ম সম্পন্ন হইয়া থাকে। ভা আনিতে হইলে স্কন্ধ দ্বারা আনা হইয়া থাকে। কে ভারবস্তু আনিতে হইলে সকলি প্রায় কন্দর সহকা হয়। যে সকল সভ্য জাতিরা মস্তকে ভার বহন কে ন না তাঁহারা সকলেই প্রায় কাঁধে করিয়া দ্রব্য আনিয়া থাকেন।

১৬ হাত—হস্ত, কর, পাণি, ভুজ, সয়, শয়, পঞ্চশাখ, তুলি, ভুজাদল।

হাতের দ্বারা মনুষ্য জাতির যে কত উপকা হইয়াছে, হইতেছে, এবং ভাবি কালে হইবে তাহ

সংখ্যা করা সুকঠিন। তবে প্রধান২ যাহা হস্ত দ্বারা হইয়া থাকে তাহা লিখিতেছি বিলক্ষণ মনোযোগ করিবে। কর দ্বারা লেখা, সকল প্রকার শিল্প কর্ম্ম, দ্রব্যাদি গ্রহণ করা হয়। পীড়া হইলে পাণি ধারণ পূর্ব্বক রোগের নির্ণয় হয়। যাহার ভুজ নাই তাহার দ্বারা এই সকল উত্তম২ কর্ম্ম হয় না। হস্ত ভগ্ন হইলে "নুলা" কহে।

১৭ অঙ্গুলী—করশাখা, হস্তপদের শেষ অবয়ব, আঙ্গুল।

অঙ্গুলী দ্বারা অনেক প্রকার উপকার হইয়া থাকে। কোন সূক্ষ্ম বস্তু উঠাইতে বা ধারণ করিতে হইলে করশাখা সহকার ভিন্ন কোন মতে হইতে পারে না। হস্তের অঙ্গুলির নাম, যথা, ১ অঙ্গুষ্ঠ, ২ তর্জ্জনী, ৩ মধ্যমা, ৪ অনামিকা, ৫ কনিষ্ঠা। ইহারদিগের সংখ্যা হস্ত পদের সমুদয়ে বিংশতি। এক২ অঙ্গুলিতে তিন২ পর্ব্ব আছে। যাহার অঙ্গুলী নাই তাহাকে "ঠুঁটা" কহে। অতএব ঠুঁটো দেখিয়া ব্যঙ্গ করা দয়ালু লোকের কর্ত্তব্য নহে।

১৮ নখ—অঙ্গুলীসম্ভূত, নখর, অঙ্গুলীকণ্টক, করুরুহ, শফ, শিঙ্গী, জ, [illegible] পাণিজ।

নখ দ্বারা অতি ক্ষুদ্র২ পদার্থ ভূমি হইতে উঠাইতে

ও দেহ চুলকাইতে পায়া যায়। নখর অস্থি নির্ম্মিত কিন্তু রক্তের দ্বারা বৃদ্ধিকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মধ্যে২ অঙ্গুলীকর্ত্তিক ছেদন করা আবশ্যক, নচেৎ বড় হইলে অপকৃষ্ট দেখায় ও অনেক প্রকার ক্লেদাদি তাহার ভিতর থাকিতে পারে এবং তাহাতে পীড়া হইয়া থাকে।

১৯ বুক — বক্ষঃ স্থল, হৃদয়, উর, ক্রোড়, ভুজান্তর, বৎস, অঙ্ক, উর মঙ্গ, বক্ষণ, গণ্ডপীঠ।

নানা মনুষ্যের নানা প্রকার বুক আছে, কাহার বিলক্ষণ প্রশস্ত কাহার কোঙ্গা। প্রাণের স্থান হৃদয়। যদি কোন কোন ব্যক্তির শরীরে দয়া না থাকে তাহার নির্দ্দয় বক্ষঃস্থল কহে। এই উরোপরি কোন সামান্য বেদনা লাগিলে বড় কষ্ট দায়ক হয়। ইহার উপর আঘাত করিলে নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া মৃত্যু পর্য্যন্ত হইতে পারে। অতএব কাহার অঙ্গে আঘাত করিও না।

---

২০ মাই — স্তন, পয়োধর, কুচ, উরজ, কুচ, উরোজ, বক্ষোজ, বক্ষোরুহ, উরসিজ।

পুরুষ গণের মাই ক্ষুদ্র, স্ত্রীলোকের স্তন বড়। তা-

হার তাৎপর্য্য স্ত্রীলোকের সন্তান পালন জন্য ঈশ্বর স্তনের মধ্যে পয় অর্থাৎ দুগ্ধ দিয়াছেন সেই জন্য ইহার নাম পয়োধর। স্তন্য দুগ্ধ অত্যন্ত তেজস্কর, প্রায় সকল ব্যক্তিতে স্তন্য দুগ্ধ পান করিয়াছেন।

১ কলিজা— বক্ষঃ স্থলের গ্রন্থি বিশেষ।

কলিজা বড় শক্ত স্থান। ইহাতে কিঞ্চিৎ বেদনা লাগিলে বজ্র তুল্য জ্ঞান হয়, এবং কোন২ কারণে মৃত্যুও হইতে পারে। বালক গণের কড়া ঠিক কলিজার নিম্নভাগে হইয়া থাকে। লোক কথায়২ কহিয়া থাকে যে "কলিজা ছেঁড়াদ্রব্য" তাহাতে বোধ করিতে হইবে যে অধিক ক্লেশের দ্রব্য তাহার সন্দেহ নাই।

১২ পেট—উদর, জঠর পিচিণ্ড, কুক্ষী, তুন্দ।

যেমত মস্তক শরীরের এক প্রধানাঙ্গ, পেট ও তদ্রূপ জানিবে। ক্ষুধা তৃষ্ণাদি এই উদর হইতে হইয়া থাকে। জঠর জ্বলিয়া উঠিলে কোন কর্ম্ম ভাল লাগে-না। এই উদরের জন্য সকল লোকেই ব্যস্ত। ও নানা, কুকর্ম্ম শুদ্ধ পেটের জন্য করিয়া থাকে। অতএব সকলে অত্যন্ত সাবধান হইবে, যে অগ্রে উদরের

[illegible]করিয়া, তবে অন্যান্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। অপ
[illegible] দ্রব্যাদি ভক্ষণ করিলে পেটে পীড়া হয়। যদি
উদর বড় হয় তাহাকে "ভুঁড়ে" কহে।

২৩ নাভী—উদরের মধ্য স্থান, উদরাবর্ত্ত, নাই, নাভি, তুন্দকূপিকা।

নাভীর গঠন বিলক্ষণ শক্ত, এবং ইহা উদরের মধ্য স্থানে থাকাতে অনেক কৌশল আছে। যখন অত্যন্ত প্রখর গ্রীষ্ম হয়, এবং তজ্জন্য সমুদয় শরীর উষ্ণ হয় তখন নাইতে শীতল বারি দিলে জ্ঞান হয় সকল শরীর শীতল হইল। ইহার নিম্ন স্থানকে তল-পেট কহে।

২৪ পিঠ—পৃষ্ঠ, পশ্চাদ্ভাগ।

মস্তকের অনেক কর্ম্ম পৃষ্ট দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে অর্থাৎ আমার দিগের দেশে যে সকল দ্রব্য মস্তকে করিয়া স্থানান্তরে গমন করে, অন্যান্য দেশে তাহা পিঠের উপর করিয়া লইয়া যায়। নেপাল প্রদেশের লোক পৃষ্ঠের উপর ভর ভার গ্রহণ করিয়া পর্ব্বতের উপর উঠিয়া যায়। পশ্চাদ্ভাগে "কুঁজ" হয়, এবং তাহা-

তে অত্যন্ত কদাকার দেখায়, কিন্তু সে জন্য তাহাকে উপহাস করা উপযুক্ত নহে। পৃষ্টের মধ্য স্থানের যে অস্থি গলা হইতে কাঁকাল পর্য্যন্ত আছে তাহাকে মেরু দণ্ড বা পৃষ্ঠ বংশ কহা যায়।

---

২৫ পাঁজর—পঞ্জর, উদরের পার্শ্বভাগ, কাঙ্কাল।

পৃষ্ঠ ও বুক পাঁজরার দ্বারা একত্রিত করা আছে। এই পঞ্জর অস্থি নির্ম্মিত হইয়া শরীরের দুই পার্শ্বে আছে। লোকে অত্যন্ত কৃশ হইলে ঐ সকল পঞ্জর দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। উদরের পার্শ্ব ভাগে এপাকে কোন আঘাত করা ভাল নহে।

---

২৬ পা—পাদ, চরণ, অধমাঙ্গ, পদ, অঙ্ঘ্রি, বিক্রম, পদ, অ ক্রম, ক্রমণ, চলন,

পার নানা অংশ আছে, তাহার বিশেষ শরীরের অংশের ভিতর পাইবে। চরণ দ্বারা গমন করা যায়, পদ না থাকিলে কোন কর্ম্ম হইতে পারিত না। জীব মাত্রে পদে ভর করিয়া দাঁড়াইতে পারে। যাহার পা ভগ্ন তাহাকে "খোঁড়া বা খঞ্জ" কহে। খঞ্জকে দেখিয়া রহস্য করা অবোধের কর্ম্ম। তাহার উপকারসাধ্যানুসারে সকলের করা কর্ত্তব্য।

২৭ রক্ত—শোণিত, রুধির, অসৃক্, লোহিত, অস্র, ক্ষতজ, মাংসকার, রোহিত, রক্তক, কীলাল, অঙ্গজ, রোধির, বজ্র, ত্বগ্জ, শোণ, লোহ, চর্ম্মজ।

জীব মাত্রের বাঁচিবার প্রধান দ্রব্য রক্ত। এই শোণিত পরিষ্কার থাকিলে কোন পীড়া হয় না। আমরা যাবতীয় বস্তু আহার করি শুদ্ধ রুধির বৃদ্ধির জন্য জানিবা। অসৃক্ বলের প্রধান কারণ। যাহার লোহিত কম তাহাকে এক প্রকার ফেঁকাসে দেখায়। এই অস্র অভাবে মৃত্যু হয়। উত্তম দ্রব্যাদি আহার করিলে রক্তের বৃদ্ধি হয়। এবং তাহাতে আয়ুর ও বৃদ্ধি হইয়াথাকে। ডাক্তর গণ কহেন যে শরীরের প্রধান পদার্থ রক্ত।

---

২৮ শির—শির, ধমনী, রক্ত গমনাগমনের পথ।

শির সকল রক্ত চলিবার পথ। এই ধমনী সহকারে ভিন্ন২ অঙ্গ একত্রিত আছে। যদি শিরা না থাকিত তাহা হইলে হস্ত, পদ, বা অঙ্গুলী ধরিয়া একবার টান দিলে তৎক্ষণাৎ ভিন্ন২ হইয়া যাইত। কতিপয় শিরা অনাবৃত চক্ষুদ্বারা দৃষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু শরীরের মধ্যে এত শিরা আছে যে তাহার সংখ্যা করা অতি দুরূহঃ। ডাক্তারগণ কহেন যেমন বৃক্ষের শীকড় নানা বক্রে নানা অবয়বে থাকে সেইরূপ শরীরের মধ্যে ধমনীগণ আছে। উদরের শিরার নাম নাড়ী।

২৯ অস্থি—হাড়, কীকস, কুল্য, মেদজ।

যেমত রক্ত মনুষ্যগণের পক্ষে উপকারক সেই মত অস্থিও জানিবে। হাড় না থাকিলে এক রাস মাংসের পিণ্ডের শরীর হইতে, এবং বল ও থাকিত না। রক্ত দ্বারা কীকসের বৃদ্ধি। তদ্বৃদ্ধি অনুসারে কুল্যের ও বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ইহারা সকলেই ফাঁপা এবং তাহার ভিতর এক প্রকার সাদা বস্তু আছে তাহাকে মজ্জা কহে।

---

৩০ শরীর—কলেবর, দেহ, বপু, বর্ষ্ম, বিগ্রহ, কায়, তনু, গাত্র, সংহনন, মূর্ত্তি, তনূ, ক্ষেত্র, পুর, ঘন, অঙ্গ, পিণ্ড, ভূতাত্মা, স্বর্গলোকেশ, স্কন্দ, পঞ্জর, কুল, বল, আত্মা, কন্দ, ইন্দ্রিয়ায়তন, ভূ, মূর্ত্তিমৎ, করণ, বের, সঞ্চর, বন্ধ, পুদ্গল।

জগদীশ্বর কি সুকৌশলে জীবগণের শরীরের গঠন করিয়াছেন। ইহাতে যাটি অংশ আছে তাহা নিম্নভাগে প্রকাশ করিলাম। যদি কোন এক সামান্য অঙ্গে কিঞ্চিৎ বেদনা হয় তাহা হইলে সমুদয় শরীরে অত্যন্ত যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। দেহধারি মাত্রেরি সকল রোগ ভোগ করিতে হয়। অতএব শরীরের জন্য গর্ব্ব করা কোন ভদ্রলোকের কর্ত্তব্য নহে। বপু ক্ষণিক

অর্থাৎ কখন পতন হয় তাহার নিশ্চয় নাই। সকল জীবের উপর দয়া রাখ। কাহার কায়ে কষ্ট দেওয়া কোন প্রকারে উচিত নহে।

শরীরের অঙ্গ সমুহ।

প্রপদ—পাদাগ্র, চরণাগ্র।

অঙ্ঘ্রি—পাদ, চরণ, চতুর্থাংশ।

গুল্ফ—পাদগ্রন্থি, ঘুটিক, চরণগ্রন্থি, ঘুটিক, ঘুণ্টিক, ঘুণ্ট।

পার্ষ্ণি—গোড়মুড়া, গুল্ফের অধোভাগ।

জঙ্ঘা—ডাঙ, গুল্ফের ঊর্দ্ধ জানুর অধোভাগ।

জানু—হাঁটু, উরুতের ও জঙ্ঘার মধ্যভাগ।

ঊরু—জানুর উপরিভাগ, উরুৎ, সক্থি।

বঙ্ক্ষণ—কুচ্‌কি, উরুসন্ধি।

কটি—কাঁকালি, কট।

ত্রিক—পৃষ্ঠ বংশাধর।

নিতম্ব—পাছা।

স্ফিক্—কটিপ্রোথ।

বস্তি—নাভির অধোভাগ।

উপস্থ—স্ত্রী-পুরুষের চিহ্ন।

কুকুন্দর	নিতম্বের পার্শ্বের গহ্বর।
জঘন	স্ত্রীলোকের কটি।
জঠর	উদর, পেট।
নাভী	উদরের মধ্যস্থান।
বলি	ক্ষর
স্তন	মাই, পয়োধর।
চুচুক	মাইয়ের বোঁটা।
ক্রোড়	কোল, ভুজান্তর।
রোম	রোঁয়া, লোম।
অংস	স্কন্ধ।
বক্ষ	বুক।
দোঃ	বাহু, ভুজ।
পার্শ্ব	পাশ, কক্ষের অধোভাগ।
প্রগণ্ড	কনুই অবধি বগল পর্য্যন্ত।
কূর্পর	জানু।
হস্ত	পাণি, কর।
প্রকোষ্ঠ	নলাবধি মণিবন্ধ পর্য্যন্ত।
মণিবন্ধ	কব্জা, হাতের পোঁচা।
অঙ্গুলি	আঙ্গুল, করশাখা।
অঙ্গুষ্ঠ	বৃদ্ধাঙ্গুলী, বুড়াআঙ্গুল।

করভ	মণিবন্ধ অবধি কনিষ্ঠা পর্য্যন্ত।
নখ	নখন, অঙ্গুলী কণ্টক।
পর্ব্ব	গ্রন্থি।
চপেটক	চড়, চাপড়।
কণ্ঠ	গলা,।
শিরোধি	গ্রীবা।
শ্মশ্রু	দাড়ি।
ওষ্ঠ	অধর।
ওষ্ঠ	উপরের ঠোঁট।
চিবুক	থুঁতি।
হনু	কপোলের পর ভাগ।
সৃক্ক	ওষ্ঠের দুই প্রান্তভাগ।
তালু	তেলুয়া।
রদ	দন্ত।
জিহ্বা	জিব, রশনা।
নাসা	নাক,।
ভ্রূ	চক্ষুর্দ্বয়ের ঊর্দ্ধভাগস্থ লোমাবলী।
গণ্ড	গাল।
লোচন	চক্ষু।
অপাঙ্গ	চক্ষুর কোণ।
তারা	চক্ষুর মধ্য।

কর্ণ	কাণ।
ভাল	কপাল।
মস্তক	মাথা।
কেশ	চুল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

লিখিবার দ্রব্য।

১ মসি লেখন দ্রব্য বিশেষ, মসিজল, কালী, মসী, মলিনাম্বু, পত্রাঞ্জন, মেলা, অঞ্জন, রঞ্জনী, মসী।

মসি মানবগণের কি পর্য্যন্ত আবশ্যকীয় বস্তু তাহা কহিতে পারা যায় না। এই মসিজল নানা প্রকার অর্থাৎ কালা, রক্ত, নীল ইত্যাদি বর্ণের আছে। এবং ইহা প্রস্তুত করা বড় শক্ত কর্ম্ম। মলিনাম্বু দ্বারা লেখা পড়ার যাবতীয় ব্যাপার সকলি সম্পন্ন হইয়া থাকে। যে বস্তুতে কালী থাকে তাহাকে মস্যাধার বা দোয়াত কহে। বালকগণের উচিত যে অতি যত্ন পূর্ব্বক কালী প্রস্তুত করেন, এবং কোন কারণে আপনার শরীরে বা বস্ত্রে না পড়ে, তাহার সাবধান সর্ব্বদা লন।

১ মস্যাধার—মসীধানী, দোয়াত, মসীপ্রসূ, মসিমণি, মেলান্দ, বর্ণকুপিকা, মেলন্দা, মেলাম্বু, মসিধান, মসিকূপী, মসিকূপিকা ।

মসি যাহাতে রাখা যায় তাহার নাম মস্যাধার এই মসীধানী নানা দ্রব্যের হইয়া থাকে, এতদ্দেশে প্রায় মৃত্তিকা নির্ম্মিত ছিল, অধুনা কাচ নির্ম্মিত হইয়াছে, এবং তাহার গঠন ও বিবিধ প্রকার আছে বালকগণের কর্ত্তব্য যে দোয়াত সাবধানে রাখে কোন মতে যেন ভগ্ন না হয় ।

---

৩ লেখনী—লেখন সাধন বস্তু, বর্ণতুলীকা, কলম, বর্ণতুলী, অক্ষরতুলিকা, করাশ্রয়, চিত্রকঃ ।

লেখনী দ্বারা লেখা হইয়া থাকে । কমল যদি মন্দ হয়, অর্থাৎ ভোতা হয়, তাহা হইলে লেখাও মন্দ হয়, অতএব বালকগণের কর্ত্তব্য যে লেখার অগ্রে লেখনী ভাল মন্দ বিবেচনা করিয়া পশ্চাৎ লিখিতে আরম্ভ করেন । এই বর্ণতুলিকা নানা প্রকার বস্তু দ্বারা নির্ম্মিত হয় । এদেশে পূর্ব্বে বাখারির বর্ণতুলী ছিল, উড়িস্যা প্রদেশে অদ্যাবধি লৌহ নির্ম্মিত অক্ষরতুলিকা আছে । ইংরাজগণ মধ্যে নানা প্রকার করাশ্রয় আছে । যথা, স্বর্ণ, ইস্পাত, রাজহংসের পালক ইত্যাদি । ইংরাজগণের কলমে বাঙ্গালা লেখা

ভাল রূপে হয় না, তবে হংসের পালকের কলমে বরং লেখা যাইতে পারে।

৪ কাগজ—লিখনাধার, পত্র।

কাগজ না থাকিলে লেখাপড়ার অত্যন্ত ব্যাঘাত হইত। পুরাকালে আমাদিগের ভারতবর্ষে তাল পত্রের উপর সকল রূপ লেখাপড়া হইত। বর্ত্তমানে যে রূপ কাগজের বৃদ্ধি হইয়াছে সে রূপ পূর্ব্ব২ কালে কোন স্থানে ছিল না। ইংলণ্ড নগরে এই কাগজ নানা রূপ হইতেছে এবং নানা বিধ দ্রব্য দ্বারা প্রস্তুত হইয়া থাকে। যথা, রেশম, তুলা, ছিন্ন বস্ত্র, পাট্‌ ইত্যাদি। এতদ্ভিন্ন চর্ম্ম নির্ম্মিত এক প্রকার কাগজ আছে তাহাকে "পার্চমেণ্ট" কহিয়া থাকে। তাহার উপর লেখা হইলে বহু কালেও নষ্ট হয় না।

৫ পুস্তক—পুঁথি, গ্রন্থ, পুতি পুস্তী।

আধুনিক যে প্রকার ছাপার পুস্তক হইয়া আমারদিগের সুবিধা হইয়াছে এরূপ পুস্তক প্রাচীন কালে ছিল না। সকল প্রকার পুস্তক হস্তে লেখা হইত, ইংরাজগণ এতদ্দেশে আসিয়া ছাপার পুস্তক প্রস্তুত

করিয়া জনসমাজের অত্যন্ত উপকার করিয়াছেন। এক্ষণে এতরূপ গ্রন্থ হইয়াছে যে তাহার সংখ্যা করা অসাধ্য। সকল বালকের উচিত যে আপন২ পুস্তক সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখেন অনেক শিশুকে দেখা গিয়াছে যে তাহারা পুস্তকের প্রতি যত্ন রাখেনা, ছিঁড়িয়া গেলে কি কালী পড়িলে তাহার কোন চিন্তাই করে না। সকলকার সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য যে কোন কারণে পুস্তক নষ্ট না হয়।

১ ছুরী—ছুরিকা, অস্ত্র বিশেষ, অসিপুত্রী, কৃপাণিকা, অসি-ধেনুকা, খুরী, ধেনুপুত্রী॥

ইস্পাত দ্বারা ছুরী প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইস্পাত লৌহ হইতে হয়। ছুরিকার ব্যবহার বিস্তর, ইহার দ্বারা কলম কাটা যায়। অসিপুত্রী না থাকিলে লেখার প্রতি অনেক প্রতিবন্ধক হইত। অজ্ঞান শিশুতে ছুরীর ব্যবহার জ্ঞাত নহে, এই জন্য তাহারদিগের হস্তে ছুরী দেওয়া যুক্তি যুক্ত নহে, কি জানি, তাহারা অনায়াসে হস্ত ইত্যাদি কাটিতে পারে। যখন আত্ম সাবধান করিতে সক্ষম হইবেক তখন তাহারা ছুরী লইয়া ব্যবহার করিতে পারিবেক।

৭ কাটী—কর্ত্তরিকা, ছেদনী, কৃপাণী, কর্ত্তরী, কেশ কর্ত্তনিক।

যে ব্যক্তির সর্ব্বদা লেখা পড়ার আলোচনা আছে তাহার উচিত যে এক খানি কাঁচী সর্ব্বদা কাছে রাখেন, যে হেতু ইহার দ্বারা অনেক কর্ম্ম সম্পন্ন হইয়া থাকে। যদিও ছুরী দ্বারা প্রায় সকল কর্ম্ম সম্পান্ন হইতে পারে তথাচ কাগজ পত্র কাটিতে হইলে কিম্বা ছাঁটিতে হইলে কাঁচী ব্যতীত তাহা উত্তম রূপে নিষ্পন্ন হয় না। চুল ছাঁটা পুস্তক ছাঁটা ইত্যাদি সকল কর্ম্ম কাঁচী সহকারে হইয়া থাকে। ইহাও বালক গণের ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নহে।

---

৮ তাক—সেলেট, প্রস্তর বা কাষ্ঠের নীঘ্রপ্রস্থ লিখিবার বস্তু।

পূর্ব্বে কাষ্ঠের তক্তি এতদ্দেশে প্রচলিত ছিল; তাহার বিনিময়ে কেহ২ কদলী পত্র বা বট পত্র ব্যবহার করিত। এক্ষণে ইংরাজগণ পাথরের সেলেট ব্যবহার করিয়াছেন। তাহা সর্ব্বোপরি উৎকৃষ্ট যেহেতু তাহাতে কালীর প্রয়োজন নাই, ইহার উপর লিখিতে হইলে পেনসীল অর্থাৎ প্রস্তর নির্ম্মিত কলম দ্বারা লিখিলে উত্তম রূপ লেখা হইয়া থাকে। লেখার দাগ উঠাইতে হইলে এক খানি ছিন্ন বস্ত্র আদ্র করিয়া রাখিলেই হইতে পারে।

ধাতুগণ।

১ স্বর্ণ সুবর্ণ, স্বর্ণ, কনক, হিরণ্য, হেম, হাটক, তপনীয়, শাতকুম্ভ, গাঙ্গেয়, ভর্ম্ম, কর্ব্বুর, চামীকর, জাতরূপ, মহারজত, কাঞ্চন, রুক্ম, কার্ত্তস্বর, জাম্বুনদ, অষ্টাপদ, শাতকৌম্ভ, কর্ব্বুর, কর্চ্চুর, রুগ্ম, অম্বু, ভূরি, পিঞ্জর, দুর্দিন, গৈরিক, চাম্পেয়, ভদ্র, চন্দ্র, কলধৌত, অষ্টাঙ্ক, অগ্নিবীজ, লোহবর, উজ্জ্বল, শাতকুম্ভ, স্পর্শমণি, প্রভব, মুখ্যধাতু, উজ্জ্বল, কল্যাণ, মনোহর, অগ্নিশিখ, অগ্নি, ভাস্কর, পিঙ্গান, তাপিঞ্জর, অর্জ্জুন, দীপ্ত, অগ্নিভ, দীপক, মঙ্গল্য, সৌমঙ্গল্য, ভৃঙ্গার, তাম্বুর, আগ্নেয়, নিষ্ক, অগ্নিশিখ।

পৃথিবীর মধ্যে যত ধাতু আছে সর্ব্বাপেক্ষা স্ব অত্যন্ত ভারি এবং নির্ম্মল অর্থাৎ শুদ্ধ। সুবর্ণ কলঙ্ক হী জন্য সকল ধাতু হইতে ইহার মূল্য অধিক। কনকের রং হরিদ্রা বর্ণ, এবং উজ্জ্বল। নানা বিধ অলঙ্কার এব মোহর হিরণ্য নির্ম্মিত। কাঞ্চন পিটাইলে এত পাতলা হইতে পারে যে আর কোন ধাতুতে তদ্রূ হওয়া কোন মতে সম্ভব নহে। হেম অনেক প্রকার ঔষধিতে প্রয়োজন হয়, আমারদিগের দেশে যত ভাল ঔষধি আছে সে সকল প্রায় তপনীয় ঘটিত। আমা দিগের দেশে হাটক খনি আছে বিশেষ সুবর্ণরেখ নদীতে ও রুগ্ম পাওয়া যায়।

---

১০ রূপ—রূপা, শুভ্র, বসুশ্রেষ্ঠ, রুধির, চন্দ্রলোহক, শ্বেত, মহাশুভ্র, রজত, তপ্তরূপক, চন্দ্রভূতি, সিত, তার, কলধৌত, ইন্দ্রলোহক, রৌপ্য, ধৌত, সৌধ, চন্দ্রহাস, খর্জ্জুর, দুর্বর্ণ, শ্বেত, রজবীজ, রাজরঙ্গ, লোহরাজক, কলধৌত।

রূপা শ্বেত বর্ণ, উজ্জ্বল। ইহাতে নানা বিধ দ্রব্য সামগ্রী প্রস্তুত হইয়া থাকে। যথা, টাকা, আধুলী, সিকী, দুইআনি, গেলাস, চাম্‌চে বাটী, ঘটী, ইত্যাদি। রজত আমারদিগের দেশে পাওয়া যায় না, অনেক দূর হইতে আনাইতে হয়। ইংরাজী ঔষধিতে শুভ্র অধিক প্রয়োজন হয়। শ্বেতক ও স্বর্ণ গলাইতে হইলে অগ্নিতে চড়াইয়া সোহাগা দিলেই গলিয়া যায়।

---

১১ পারা—পারদ, রসরাজ, রসনাথ, মহারস, রস, মহাতেজ, রসলেহ, রসোত্তম, সূতরাট, চপল, জৈত্র, শিববীজ, শিব, অমৃত, রসেন্দ্র, লোকেশ, দুর্দ্ধর, প্রভু, রুদ্রজ, হরতেজঃ, রসধাতু, অচিন্ত্য, খেচর, অমর, দেহদ, মৃত্যুনাশক, সূত, স্কন্দ, স্কন্দাংশক, দেব, দিব্যরস, রসায়নশ্রেষ্ঠ, যশোদ, সূতক, সিদ্ধধাতু, পারত, হরবীজ, রজস্বল, শিববীর্য্য, শিবাহ্বয়।

পারা অন্যান্য ধাতু হইতে ভারী কিন্তু কাঞ্চন হইতে লঘু। রসরাজ অত্যন্ত উজ্জ্বল, কোন মতে হস্ত দ্বারা ইহাকে খুটিয়া তোলা যায় না। রসনাথ প্রায় সকল উত্তম ঔষধিতে প্রয়োজন হয়। এবং উৎকৃষ্ট

পীড়া সুদ্ধ মহারস দ্বারা আরোগ্য হইয়া থাকে। দর্পণের পশ্চাদ্ভাগে রস আছে এই জন্য মুখ দেখা যায়, মহাতেজ না থাকিলে মুখ দেখা যায় না। আমারদিগের দেশে রসলোহের খনি নাই, কিন্তু পূর্ব্বে পাওয়া যাইত। এক্ষণে ইংরাজগণের দেশে পাওয়া যায়। পারদের খনিতে নাবা অতি কঠিন কর্ম্ম কারণ অত্যন্ত পেচলা।

---

২১ তাঁবা—তাম্র, তামা, তাম্রক, শুল্ব, ম্লেচ্ছমুখ, দ্বাষ্ট, বরিষ্ঠ, উড়ুম্বর, বিষ্ট, উদুম্বর, ঔড়ুম্বর, তপনেষ্ট, অম্বক, অরবিন্দ, রবিলোহ, রবিপ্রিয়, রক্ত, ইনপানিক্কারক ধাতু।

তাঁবা রক্তবর্ণ, কিন্তু উজ্জ্বল নহে। সকল দেশে তাম্র অতি আবশ্যকীয় বস্তু। ইহার দ্বারা যে কত প্রকার দ্রব্যাদি প্রস্তুত হয় তাহা সংখ্যাকরা দুসাধ্য। পয়সা, কোশা, পুষ্পপাত্র তাম্রকুণ্ড, হাঁড়ি ইত্যাদি বিবিধ রূপ বস্তু প্রস্তুত হয়। বিশেষ সকল জাহাজের তলায় তাম্রক মোড়া যায়। শুল্ব ও সীসা মিশাইলে কাঁশা হইয়া থাকে এবং পিতল ও ম্লেচ্ছমুখ দ্বারা নির্ম্মাণ হইয়া থাকে। আমারদিগের দেশে দ্বাষ্ট খনি নাই। ইহাতে সবজারঙ্গের কলঙ্ক পড়ে এবং তাহা খাইলে পীড়া হয়।

---

১৩ সীসা—সীসক, নাগ, যোগেষ্ট, বপ্র, বীল, সীসপত্রক, গণ্ডুপদ-ভব, সিন্দুরকারণ, বর্দ্ধ, স্বর্ণারি, যবনেষ্ট, সুবর্ণক, বধ্র, পিচ্চট, সুবর্ণারি, ত্রপু, বধ্রক, মহাবল, যবনেষ্টক, বহুমল, চীন, পিষ্ট, জড়, ভুজঙ্গম, উরগ, তরঙ্গ, পরিপিষ্টক, সদকুম্ভাস, পদ্ম, তারশুদ্ধিকর, শিরকর, বয়োরঙ্গ, চীনপিষ্ট।

সীসা অতি নরম ধাতু শ্বেতবর্ণ এবং উজ্জ্বল। ইহার দ্বারা অনেক প্রকার বস্তু প্রস্তুত হইয়া থাকে। সীসক চাদর ইংলণ্ড হইতে এতদ্দেশে আসিয়া থাকে। ছিটা গুলি ইহার দ্বারা হইয়া থাকে। প্রস্তরের কোন প্রাসাদ করিতে হইলে তাহার মধ্যে ছিদ্র করিয়া নাগ গলাইয়া তন্মধ্যে ঢালিয়াদিলে সে প্রস্তর কস্মিন কালেও নাড়িতে পারে না যোগেষ্ট মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন হয়, ইহার খনি আছে। মেটেসিন্দুর দগ্ধ দ্বারা হইয়াথাকে।

---

১৪ লৌহ—লৌহঃ লোহা।

লৌহ অত্যন্ত কঠিন ধাতু। এই লৌহঃ না থাকিলে পৃথিবীর কোন কর্ম্মই হইতে পারিত না। এই জন্য জগদীশ্বর প্রায় সকল দেশেই লোহার খনি প্রদান করিয়াছেন। ইহার দ্বারা যে কত প্রকার ব্যবহারী য় বস্তু প্রস্তুত হয় তাহা গণনা করা অতি কঠিন। কোদালি, কাটারি, তরবার, কাস্তে, লাঙ্গল, কুঠারি,

উখা, বাটালী, মুদ্গার ইত্যাদি বস্তুচয় প্রস্তুত হইয়া থাকে। লোহা পরিষ্কার রাখিলে রূপার তুল্য উজ্জ্বল থাকে। শীতল স্থানে লোহার দ্রব্য রাখিলে মরিচা পড়িয়া নষ্ট হইয়া যায়। আমারদিগের দেশে লোহার খনি অনেক স্থানে আছে। চুম্বক পাথর লোহাকে আকর্ষণ করে।

১৫ রাং. রাঙ্গ. ধাতু বিশেষ।

রাঙ্গে অনেক উপকার হইয়া থাকে। ঘটী, গাড়ু ইত্যাদি ভগ্ন হইলে, বা ফুটা হইলে রাং দ্বারা সারা যায়। প্রতিমার অলঙ্কারাদি রাং দ্বারা প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহা অনেক ঔষধিতে প্রয়োজন হয়। এই ধাতু অত্যন্ত নরম, অর্থাৎ সীসাপেক্ষাও নরম। আমার দিগের দেশে বড় দুষ্প্রাপ্য, অন্যান্য দেশ হইতে আনান হইয়া থাকে। সকল ধাতু মৃত্তিকা হইতে পাওয়া যায়।

পঞ্চভুত।

১৬ ক্ষিতি—মৃত্তিকা, মৃৎ, মাটী, মৃদা, ভূমি।

পঞ্চভুত মধ্যে ক্ষিতি এক ভুত। ইহা কিং বস্তুদ্বার প্রস্তুত হইয়াছে তাহা ভাবিতে হইলে একেবারে

চমৎকার বোধ হইয়া উঠে। যদি মৃত্তিকার সৃষ্টি না হইত, তবে এই বিশ্ব কি কদাকার দৃষ্ট হইত তাহা অনুভব হয় না। কোন বৃক্ষাদি কি জীবগণ বাস করিতে পারিত না। মাটীতে যে কত দ্রব্য উৎপন্ন হয় তাহার সংখ্যা করিতে এপর্য্যন্ত কাহার শক্তি হয় নাই, এবং কালে যে হইবেক তাহারো কোন নিশ্চয় নাই। হাঁড়ি, সরা, মালসা, ইট, টাইল, চিনের বাসন ইত্যাদি কত প্রকার বস্তু প্রস্তুত হইতেছে। স্থান বিশেষের মৃৎ ভাল মন্দ আছে। কোন স্থানের মৃদা এমত উর্ব্বরা যে অতি অল্প পরিশ্রমে অধিক শস্য জন্মে। আর কোন স্থানের মৃত্তি এমত মন্দ যে লোক সমূহের যত্নও পরিশ্রম বিফল হয় ইতি।

---

১৭ জল = জল, আপ, বা, বারি, সলিল, কমল, পয়, কীলাল, অমৃত, জীবন, ভুবন, বন, কবন্ধ উদক পাথ পুষ্কর, সর্ব্বতোমুখ, অম্ভ, অর্ণ, তোয়, পানীয়, নীর, ক্ষীর, অম্বু, শম্বর, মেঘপুষ্প, ঘনরস, দাম্ব জড়ীবোর, সরিল, নল, ঋত, ক, অঙ্ক, পয়স্ক উদ, শক, নার, শম্বর অব্দপুষ্প, ঘৃত, পীপ্পল, কুশ বিষ, কাণ্ড, সবর, সর, কৃপীট, চন্দ্রোরস, সদন, কর্ব্বুর, ব্যোম, সম্ব, ইরা, বাজ, তামর, কম্বল, স্যন্দন, মদ্দল, জলপীথ, ক্ষর, শুভ, উর্জ্জ, কোমল, সোম।

পঞ্চভূতমধ্যে জল এক ভূত। ইহাও কেকিং কল্পিত হইয়াছে তাহা যদিও কোনং বিদ্বান ব্যক্তি দ্বারা স্থির করা হইয়াছে, তত্রাপি তাহাতে যে আরো কত বস্তু বাহির হইবেক তাহার নিশ্চয় করা দুষ্কর। জল না থাকিলে তৃষ্ণা নিবারণ, শরীর শীতল, মৎস্যগণের বাস, বৃক্ষচয়ের বৃদ্ধি, কোন প্রকারে হইতে পারিত না। অপ সকলের জীবন স্বরূপ হইয়াছে। বারি হীন হইলে কিছুই থাকিত না। সলিলের রং নাই এবং আস্বাদনও নাই। স্থান বিশেষে ইহার রং হয় এবং আহার বিশেষে ইহার আস্বাদন হয় ইতি।

---

১৮ তেজঃ - অগ্নি, আগুন, বৈশ্বানর, বহ্নি, বীতিহোত্র, ধনঞ্জয়, কৃপীটযোনি, জ্বলন, জাতবেদা, তনূনপাত, তনুনপা, বর্হিঃশুষ্মা, কৃষ্ণবর্ত্মা, শোচিষ্কেশ, উষর্বুধ, আশ্রয়াশ, আশয়াশ, বৃহদ্ভানু, কৃশানু, পাবক, অনল, রোহিতাশ্ব, বায়ুসখা, বায়ুসখ, শিখাবান, শিখী, আশুশুক্ষণি, হিরণ্যরেতা, হুতভুক, হব্যভুক, দহন, হব্যবাহন, সপ্তার্চ্চি, দমুন, শুক্ল, শুক্র, চিত্রভানু, বিভাবসু, শুচি, অপ্পিত্ত, বৃষাকপী, বৃহদ্বাল, বহ্নিরেতা, পিঙ্গল, অরণি, অঙ্গির, পাচন, বিশ্বপ্সা, ধূমবাহন, কৃশার্চ্চি, জুহুবার, উদর্চ্চি, ভাস্বর, বসু, শুষ্ম, তিমিরারাতি, তমোনুৎ, মুণিখ, সপ্তজিহ্ব, জলপারিক, সর্ব্বদেবমুখ।

পঞ্চভূত মধ্যে ইহা তৃতীয় ভূত। তেজঃ যে কি আশ্চর্য্য পদার্থ তাহা ভাবিতে হইলে একেবারে অবসন্ন হইতে হয়। দাহিকা শক্তি আর কোন পদার্থের নাই, কেবল অগ্নির আছে। অন্ন, ব্যঞ্জন প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে হইলে আগুনের সাহায্য ব্যতীত হইতে পারে না। যদি বৈশ্বানর না থাকিত তবে সকল সৃষ্টির কোন প্রয়োজনই ছিল না, সকলি অন্ধকার ময় শীতল। অতএব বহ্নি অত্যন্ত উপকারক জানিবা ইতি।

---

১৯ মরুৎ—বায়ু, বাতাস, মরুত, স্পর্শন, মাতরিশ্বা, সদাগতি, পৃষদশ্ব, গন্ধবহ, গন্ধবাহ, অনিল, আশুগ, সমীর, মারুত, জগৎপ্রাণ, সমীরণ, নভস্বান, বাত, পবন, পবমান, প্রভঞ্জন, অজগৎপ্রাণ, খশ্বাস, বাহ, ধূলিধ্বজ, ফণিপ্রিয়, বাতি, নভঃপ্রাণ, ভোগিকান্ত, স্বকম্পন, অক্ষতি, কম্পলক্ষ্মা, শসীনি, আবক, হরি, বাস, সুখাশ, মৃগবাহন, সার, চঞ্চল, বিহগ, প্রকম্পন, নভঃস্বর, নিশ্বাসক, স্তনুন, পৃষতাংপতি।

মরুৎ অতি কোমল অদৃশ্য ভূত। কেবল গাত্রে অনুভব করা যায়। বাতাস সময় বিশেষ উষ্ণ ও শীতল ভাব গ্রহণ করে, অর্থাৎ অত্যন্ত প্রচণ্ড রৌদ্রের সময় অগ্নিতুল্য ও শীতকালের বায়ু হিমতুল্য

জ্ঞান হয়। বায়ু সর্ব্বদা সঞ্চালন করিতেছে। যদি অতিবেগে সঞ্চালন করে, তাহা হইলে তাহাকে ঝড় কহে। পবন মন্দ২ ভাবে গতি করিলে ভাল হয়, এবং তাহাতে শরীরের স্বাস্থ্যতা হইয়া থাকে। ইহার দ্বারা গন্ধ পাওয়া যায়। যদি এই সমীর না থাকিত তবে কোন প্রকারে কোন জীব বাঁচিতে পারিত না। নিশ্বাস ফেলা যাইত না। অতএব ভগবান কি উপকারক এই ভূতকে সৃষ্টি করিয়াছেন ইতি।

---

২০ ব্যোম—আকাশ, দ্যো, অভ্র, অভ্র, পুষ্কর, অম্বর, নভ, অন্তরিক্ষ, গগণ, অনন্ত, সুরবর্ত্ম, খ, বিয়ৎ, বিষ্ণু, পদ, বিহায়।

ভূতগণের মধ্যে পঞ্চম অর্থাৎ শেষ ভূত ব্যোম ইহাতে যে কত উপকার হইতেছে তাহা কেহ ভাবিয়া দেখে না। দ্যো না থাকিলে কোন বস্তু থাকিতে পারিত না, পক্ষিগণ উড়িতে পারিত না, সকল বস্তুই একটা তাল হইয়া থাকিত। পৃথিবী, সূর্য্য ও গ্রহগণ একত্র হইয়া অতি কষ্ট দায়ক হইত। এই সকল ভূত ঈশ্বর সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার কোন সন্দেহ নাই। এই সকল চিন্তা করিতে হইলে কেবল

গৃহ যদি পত্র নির্ম্মিত, ভগ্ন, ও অতি কদর্য্য স্থানে হয়,
তথাপি অন্য স্থানের অট্টালিকা হইতে শ্রেষ্ঠ। এই
জন্য অনেক লোক অতি অপকৃষ্ট স্থানে থাকিয়া
স্বাগার পরিত্যাগ করিতে পারেনা। যে মত অতি শিশু
ভয় পাইলে সর্ব্বাগ্রে মাতার নিকট গমন করে, তব
ও তদ্রূপ জানিবা, অর্থাৎ কোন রোগ, বা শোক
অথবা মনোদুঃখ হইলে আপন মন্দিরে প্রবেশ মাত্র
বোধ হয় যেন সকল উদ্বেগ হইতে মুক্ত হইলাম
মনুষ্য উপার্জ্জনের নিমিত্ত দেশ দেশান্তরে গমন
করে বটে, কিন্তু তাহার মুখ্য তাৎপর্য্য এই যে
পশ্চাতে আপন নিকেতনে আসিয়া সুখ ভোগ করিবে
পশুদিগেরও ঐ রূপ দেখা যায়। এক গাভীকে যে
স্থানে সর্ব্বদা রাখা যায়, সে কখন সে স্থান বিস্মরণ করে
না, তাহাকে স্থানান্তরে লইয়া যাও কিন্তু যখন তাহাকে
ছাড়িয়া দিবে সেই দণ্ডেই সে পূর্ব্ব স্থানে আসিয়া
উপস্থিত হইবেক। অতএব সকলের কর্ত্তব্য যে এমত
উত্তম স্থান সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখেন, যেহেতু পরিষ্কার
স্থানে বাস করিলে শরীরের আরোগ্য ও বুদ্ধির প্রাখর্য্য
হইয়া থাকে ইতি।

তাহার দোষ মাত্র নাই; একথা নিতান্ত অলিক। কারণ ইহা হইতে পারে যে তোমার মনে যে সকল উত্তম বোধ হইতেছে অন্যের মনে তাহা অত্যন্ত অপকৃষ্ট কর্ম্ম। পুরাকালে অস্মদ্দেশে হরীতকী উত্তম ফলের মধ্যে গণ্য ছিল, কিন্তু অধুনা প্রায় কেহই হরীতকী আস্বাদন করিতে চাহে না। অতএব আমারদিগের কর্ত্তব্য যে যেসকল বস্তু ভদ্রলোক সমূহে উত্তম কহে তাহা সাধনে যত্নবান হওয়া শ্রেয়স্কর হও।

অধম নিন্দিত, অপকৃষ্ট, নিকৃষ্ট, প্রতিকৃষ্ট, অর্বা, রেফ, যাপ্য, অবম, কুৎসিত, অবদ্য, কুপূয, খেট, গর্হ্য, অণক, রেপ, অরম, আণক, ভনক।

পূর্ব্ব মত সর্ব্বতোভাবে অধম একটি বস্তু এই বিশ্ব মধ্যে দৃষ্ট হয় না। কোন মনুষ্যকেই প্রায় এমত দেখা যায় না যে তাহার একটিও গুণ নাই। যদি ভূমণ্ডলে সম্পূর্ণ নিকৃষ্ট বস্তু না রহিল, তবে কোন ক্রমে এরূপ কহা যাইতে পারে না যে মাধব অধম। যাহার কতকগুলি গুণ আছে এবং কতকগুলি দোষ ও আছে তাহাকে মধ্যম কহে। ধরা মধ্যে এই রূপ বস্তুই অধিক। কিন্তু আমারদিগের কর্ত্তব্য যে সর্ব্বদা উত্তম

হইবার চেষ্টা করি। কারণ তাহা না করিলে, ক্রমে মন্দের অংশ অধিক হইয়া উঠিলে প্রায় অধম মধ্যে গণ্য হওত জন সমীপে হেয় হইয়া পড়িবা অতএব বালকগণ সর্ব্বক্ষণ যত্নবান হইবে যেন কোন প্রকারে মন্দ বিষয় অভ্যাস না হয় ইতি।

সত্য- তথ্য, ঋত, সম্যক, অবিতথ, ভূত।

সত্যের যে কত গুণ তাহা বর্ণনা করা যায় না। মনের স্বাভাবিক ভাব প্রকাশ করা উত্তম ব্যক্তি ভি কেহই প্রায় সমর্থ্য নহেন। কোন বিষয় ব্যক্ত কহা কিং করা সামান্য মনুষ্যের দ্বারা সম্ভাবিত নহে। যাহা মনে ভয় নাই, যাহার কোন লভ্যে প্রফুল্লতা নাই যাহার ক্ষতিতে মনস্তাপ নাই, যাহার ইহসংসা মিথ্যা জ্ঞান আছে, সেই ব্যক্তি ভিন্ন অন্য লোকে কোন মতে সত্যের গুণ জানিতে পারে না। কি আশ্চর্য্য! সকলেই সত্যকে পাইবার নিমিত্ত ব্যা কিন্তু কেহই তাহার যথার্থ আলোচনা করেন না যে ব্যক্তি কোন কুকর্ম্ম করিয়া ভর্ৎসনা বা দণ্ডে ভয়ে অবিতথ কহিতে অক্ষম, তিনি যে আপনা হানি আপনিই করেন তাহা একবারও ভাবি

দেখেন না। কোন গ্রন্থকর্ত্তা করিয়াছেন যে বরং তোমরা আমাকে চোর, বা মাতাল, বা মূর্খ বলিয়া আহ্বান করিও, কিন্তু মিথ্যাবাদী কহিয়া কখন ডাকিও না"। সত্যের মহিমা নানাশাস্ত্রে নানারূপ লিখিত আছে, বালকগণ ক্রমেং পাঠ করিতে পারিবে। কিন্তু সর্ব্বদা মনোমধ্যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিবে যে কোন প্রকারে সত্য কথা কহা কিম্বা সত্য কর্ম্ম করা ত্যাগ না হয় ইতি।

মিথ্যা— অসত্য, মিছা, মৃষা, বিতথ, অনৃত।

কোন ঘটনা উপস্থিত হইলে তাহার যথার্থ বর্ণনা না করিলে মিথ্যা হইয়া পড়িল। এই মিথ্যাকে সকলেই ঘৃণা করেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, যে ব্যক্তি মিথ্যা কহিয়া লাভ করিয়াছে, সে ব্যক্তি ও মিথ্যার প্রতি নিন্দাবাদ করিয়া থাকে। মিথ্যা বাদীর আচরণ অত্যন্ত নিন্দনীয়, কারণ তাহার মনে সদত এই চিন্তা উপস্থিত হয় যে "বোধ করি আমার মিথ্যা প্রকাশ হইল।" যেমন অগ্নিকে বস্ত্রের দ্বারা ঢাকিয়া রাখে যায় না, যেমন জলের লেখা চির কাল থাকে না, ও যেমন বালীর বাঁধ স্রোতের অগ্রে কখনই স্থায়ী হয়

না, সেইরূপ মিথ্যা কখন চার কাল অপ্রকাশ থাকে না। অতএব বালকগণের কোন কারণে মিথ্যাকথা কহা, কি মিথ্যা গল্প করা বিধেয় নহে। যে বস্তু সকলের নিকট অপকৃষ্ট তাহার আলোচনা অপকৃষ্ট মনুষ্য ভিন্ন আর কেহই করেন না ইতি।

আতপঃ—রৌদ্র, প্রকাশ, দ্যোত, দিনজ্যোতিঃ সূর্য্যালোক, দিন প্রভা, রবিপ্রকাশ, প্রদ্যোত, তমারি, তাপন, দ্যুতি।

আতপঃ মনুষ্যের প্রয়োজনীয় বস্তু। দিনজ্যোতি না থাকিলে জীবের প্রাণধারণে শঙ্কট হইত। সূর্য্যালোক ও বৃষ্টি যাবতীয় শস্য এবং বৃক্ষ বৃদ্ধির মূলাধার। যে স্থানে তাপন না লাগে সে স্থানে বৃক্ষ রোপণ করিলে সে বৃক্ষ প্রায় শুষ্ক হইয়া যায়। সূর্য্যালোকে বস্ত্রের অনিষ্ট হইয়া থাকে। দিনপ্রভায় গমনাগমন করিলে পীড়া হয়। অতএব বালকগণের উচিত যে রৌদ্রে ছুটাছুটী না করেন ইতি।

অন্ধকার—আঁধার, ধ্বান্ত, তমিস্র, তিমির, তম, তমসা।

অন্ধকার মনুষ্যের চক্ষুর প্রতি অপকারি, কারণ

মনুষ্য আঁধারে দেখিতে পায় না। কোন২ জীব অন্ধকারে সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পায়। মনুষ্যের পক্ষে জ্যোতিঃ যে প্রকার তাহাদের তমিস্র সেই রূপ। রাত্রিযোগে তুচ্ছায় হইয়া থাকে, সে সময় দিবাকরের প্রখর কর দৃষ্ট হয় না। সূর্য্যোদয়ে তিমির বিনাশ হয় একারণ সূর্য্য তিমিরারি নামে খ্যাত। অন্ধকারে মনুষ্যের জীবননাশের ও সম্ভাবনা আছে। যথা অন্ধকারে পথে যাইতে গেলে হঠাৎ সর্প অঙ্গে পদাঘাত করতঃ তৎকর্ত্তৃক দংশিত হইয়া জীবন ত্যাগ হইতে পারে, কিম্বা তমিস্রতে ভ্রমণ করিতে২ গহ্বর ইত্যাদি স্থানে পতিত হইয়া অশেষ ক্লেশ ভোগী হইতে বা কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিনষ্ট করিতে পারে। অতএব বালকগণের, এই প্রবৃত্তি থাকা উচিত যে অন্ধকারে কোন স্থানে গমনাগমন না করেন ইতি।

পিতা—বাপ, তাত, জনক, প্রসবিতা, বপ্তা, জনয়িতা, গুরু
জন্মদ, জন্য, জনিতা, বীজী, [illegible]।

যে ব্যক্তি জন্মদাতা তাহার নাম পিতা। যে ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করিয়াছে তাহারই পিতা আছে। সকল সম্পর্কের মধ্যে পিতা ও মাতা শ্রেষ্ঠ। জনক যে কেবল

জন্মদাতা এমত নহে, আমারদিগের রক্ষণাবেক্ষক হইতে
আহার দিয়াছেন। পীড়া হইলে নানা মত ক্লেশ সহ
করিয়াছেন, আমারদিগের বিদ্যা উপার্জ্জনের নিমি
ত্ত বিবিধ প্রকার যত্ন করিয়াছেন। অতএব এমত ব্যক্তিকে
আমারদিগের শ্রদ্ধা, ভক্তি, মান্য এবং প্রতিপালন করা
আবশ্যক। বাপেরও কর্ত্তব্য যে কেবল জন্ম দিয়া ক্ষান্ত
থাকিবেন না, যাহাতে পুত্র আহারাদি সম্বন্ধে পাইতে
পারে তাহার উপায় করিবেন, যাহাতে সন্তান বিদ্যা উ
পার্জ্জন করিতে পারে, যাহাতে মন্দ সংসর্গ ত্যাগ করে
যাহাতে আপন দুঃখ দূর হয়, এই সকলে সুবিবেচনা স
কাতরে করিবেন, যদ্যপি পুত্রের রোগ শ্রবণ পাইলে অনু
রাগ করা কথা। সর্ব্বদা সৎ কথা শিক্ষা দেওয়া, সৎ
কথার আলোচনা করা আবশ্যক। যে ব্যক্তি নিজে
দোষী তাহার সন্তান প্রায় ভাল হয় না, কারণ, তাহারা
বালক বাল্যকাল হইতে তাহার আচরণ দেখিয়া সেই
পথই অবলম্বন করিয়া থাকে। অতএব আপন
আচরণ ভাল না করিলে পুত্রের আচরণ কখনই ভাল
হয়না ইতি। [illegible]

মাতা—মাঁ, জনয়িত্রী, প্রসূ, জননী, সবিত্রী, জনি, জনী, জনিত্রী, অক্কা, অম্বা, অম্বিকা, অম্বালিকা, মাতৃকা।

পিতা যে রূপ জন্মদাতা, মাতাও সেই রূপ গর্ব্ভধারিণী। দশ মাস গর্ব্ভে ধারণ করিয়া পরে অত্যন্ত কষ্ট পাইয়া সন্তান প্রসব করেন। ইহাতেই যে তেঁহ নিশ্চিন্তা হইলেন তাহা নহে, পুত্র প্রতিপালন করিতে যে কত ক্লেশ সহ্য করেন তাহা বর্ণনা করা যায় না। কিন্তু মাতার কর্ত্তব্য নহে যে এরূপ যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছেন বলিয়া সন্তানের উপর কটু বাক্য বা অস্নেহের কথা ব্যবহার করেন। মাতার প্রসব করা অপেক্ষা সন্তানকে সুনীতি শিক্ষা দেওয়া সহস্রগুণে কর্ত্তব্য। কারণ যদি মাতার নিকট হইতে কেবল কুব্যবহার, মিথ্যাকথা, কলহ, অভ্যাস করিল তবে তাহার জীবন রক্ষা করা কি প্রকার হইল। বরং মাতা যে সম্পূর্ণ শত্রু তাহা স্বীকার করিতে হইবেক। মাতার নিকট সন্তান সর্ব্বদা থাকে অতএব সেই সময় হইতেই উত্তম২ নীতি অভ্যাস করাণ মাতার প্রধান কর্ম্ম। যে দ্রব্য অত্যন্ত উৎকৃষ্ট তাহাতে যদি কিঞ্চিৎ দোষ থাকে তাহা হইলে সে সমুদয় বস্তুই অধম ভাব প্রাপ্ত হয়। মাতা ও পুত্র এ উভয়ের নিকট

উভয়ই উৎকৃষ্ট, ইহাতে যদি কাহার কিঞ্চিৎ দোষ থাকে তাহা হইলে অত্যন্ত অসহনীয় হইয়া পড়ে ইতি।

ভ্রাতা—ভাই, সহোদর, সমানোদর্য্য, সোদর্য্য, সগর্ভ, সহজ, সোদর।

পিতার ঔরস জাত সকলকেই ভ্রাতা কহে। ইহার মধ্যে নিজ মাতার গর্ভে যাহার জন্ম তাহাকে সহোদর কহিয়া থাকে। ভ্রাতৃগণের পরস্পর অবয়বের ও চলনের ও কণ্ঠস্বরের এমত ঐক্যতা আছে যে এক ব্যক্তি দেখিলে অন্য ব্যক্তিকে অনায়াসে চিনিতে পারা যায় যে এব্যক্তি অমুকের সোদর। যে ব্যক্তির সহিত আমারদিগের ঈশ্বর-দত্ত এতাদৃশ ঐক্যতা আছে তাহার সহিত মনের ঐক্যতা রাখা কি সুখের বিষয়। শাস্ত্রে কহিয়াছেন যে সকল দেশে নানা প্রকার বন্ধু পাওয়া যায় কিন্তু এমত স্থান নাই যেখানে সগর্ভ পাওয়া যাইতে পারে। এক্ষণে বালকব্যূহের কর্ত্তব্য যে আপনং ভ্রাতার প্রতি প্রগাঢ় প্রণয় রাখেন, তাহা হইলে অপার সুখের ব্যাপার সম্ভোগ করিতে সমর্থ হইবেন, এবং জগদীশ্বরও মঙ্গল করিবেন তাহার সন্দেহ নাই ইতি।

ভগিনী—সহোদরা, ভগ্নী।

যেমন ভ্রাতার সহিত ঐক্যতা রাখা কর্ত্তব্য সেই রূপ ভগিনীর প্রতি স্নেহ ও ভক্তি যথা বিধানে রাখিবেক। যদি অপরের সহিত সদ্ভাব রাখিলে উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়, তবে সেই পরিমাণে সহোদরার সহিত ঐক্য বাক্য থাকিলে কি পরিমাণে সুখোৎপত্তি হইতে পারে, তাহা চিন্তা দ্বারাও স্থির করা যায় না। স্বস্যার কর্ত্তব্য যে আপনার ভ্রাতৃগণের প্রতি অকপট অনুরাগ রাখেন। কোন কারণে সহোদরের সহিত কথান্তর করা উচিত নহে। ভগ্নীর পুত্রকে ভাগিনেয় কহে ইতি।

বিপরীত শব্দ।

অধিক	অল্প	পাকা	কাঁচা
অমৃত	বিষ।	প্রজ্ঞ	অজ্ঞ
আলো	অন্ধকার	প্রভু	ভৃত্য
আন্তরিক	বাহ্যিক	বড়	ছোট
আহার	উপবাস	বাদী	প্রতিবাদী
উচ্চ	নীচ	বিদ্বান	মূর্খ

উষ্ণ	শীতল	ভাল	মন্দ
উত্তম	অধম	মিত্র	শত্রু
উপর	তল	মিষ্ট	তিক্ত
উর্বরা	মরু	যুবা	বৃদ্ধ
গুরু	লঘু	রসাল	শুষ্ক
গৃহস্থ	সন্ন্যাসী	সরু	মোটা
জয়	পরাজয়	শিষ্ট	দুষ্ট
জীবিত	মৃত	শ্বেত	কৃষ্ণ
তরল	কঠিন	সতী	কুলটা
দাতা	কৃপণ	সত্য	মিথ্যা
দান	পরিগ্রহ	সাধু	খল
দিবা	রাত্রি	সুস্থ	পীড়িত
ধনী	দরিদ্র	সাহসী	ভীত
ধীর	চঞ্চল	স্বর্গ	নরক
নিকট	দূর	স্বাধীন	অধীন
নিদ্রা	জাগরণ	সু	কু
নূতন	পুরাতন	সুখ	দুঃখ
পরিশ্রম	আলস্য	সুন্দর	কুৎসিত
পূর্ণিমা	অমাবস্যা	হাসি	কান্না
পুণ্য	পাপ		

৭ বার।

রবিবার, সোমবার, মঙ্গলবার, বুধবার, বৃহস্পতিবার, শুক্রবার, শনিবার।

---

১৫ তিথি।

পূর্ণিমা, প্রতিপদ, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী, সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী, দশমী, একাদশী, দ্বাদশী, ত্রয়োদশী, চতুর্দ্দশী, অমাবস্যা।

---

১২ মাস।

বৈশাখ, জৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ, ফাল্গুণ, চৈত্র।

---

২ অয়ন।

উত্তরায়ণ মাঘমাস হইতে ছয় মাস।

দক্ষিণায়ণ শ্রাবণমাস হইতে ছয় মাস।

---

৬ ঋতু।

অগ্রহায়ণ ও পৌষ এই দুই মাসকে হিম, মাঘ ও ফাল্গুণ শিশির, চৈত্র ও বৈশাখ বসন্ত, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় গ্রীষ্ম, শ্রাবণ ও ভাদ্র বর্ষা, এবং আশ্বিন, ও কার্ত্তিক শরৎ কহে।

---

৯ গ্রহ।

রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু কেতু।

---

২৭ নক্ষত্র।

অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিণী, মৃগশিরা, আর্দ্রা, পুনর্ব্বসু, পুষ্যা, অশ্লেষা, মঘা, পূর্ব্বফল্গুণী, উত্তর-ফল্গুণী, হস্তা, চিত্রা, স্বাতী, বিশাখা, অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা, মূলা, পূর্ব্বাষাঢ়া, উত্তরাষাঢ়া, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, শতভিষা, পূর্ব্বভাদ্রপদ, উত্তরভাদ্রপদ, রেবতী।

শিক্ষাগণের প্রতি উক্তি।

১। বালক যখন প্রথম খণ্ড উত্তম রূপে পাঠ করিতে বা তাহার বানান করিতে সমর্থ হইবে, তখন এই দ্বিতীয় খণ্ড পাঠ করিতে দিবেন।

২। প্রথমে যে শব্দটি আছে তাহার বিবিধ অর্থ অভ্যাস করিতে দিবেন। পরে সে শব্দের বর্ণনা রীতি মত পাঠ করাইবেন।

৩। যদি কোন বালক সমুদয় অর্থ অভ্যাস করিতে না পারে, তাহা হইলে কোন প্রকারে কায়িক দণ্ড দিবেন না, ব[illegible] সেই সকল শব্দের বানান জিজ্ঞাসা করিবেন। এই মত বানান করাতে বানান ও সমুদয় বাক্যের অর্থ বোধ হইয়া অভ্যাস থাকিবেক তাহার সন্দেহ নাই।

৪। প্রতি শব্দের যে বর্ণনা আছে তাহা অতি সংক্ষেপ এজন্য শিক্ষক সেই শব্দ বিষয়ে অন্যান্য যত শিক্ষা প্রদান করিতে পারেন তাহার ত্রুটি করিবেন না, গল্প ছলে বা দৃষ্টান্ত ছলে অর্থাৎ যে কোন প্রকারে হয় সেই বিষয় বিলক্ষণরূপে বুঝাইয়া দিবেন।

৫। যে২ অঙ্ক লেখা আছে তাহা প্রতি বালককে

দেখাইয়া দিতে অনুমতি করিবেন। কখন সকল বালককে দণ্ডায় মান করাইয়া জিজ্ঞাসা করিবেন যে "তোমারদিগের চুল দেখাও" বোবা কাহাকে কহে? ইত্যাদি।

৬। এই প্রণালী ক্রমে শিক্ষাদিলে অল্প সময় মধ্যে বিস্তর অর্থ শিক্ষা ও কঠিন বানান অভ্যাস করিতে পারিবে।

৭। শিক্ষকগণের প্রতি আমি যাহা লিখিলাম ইহাতে তাঁহারা এমত মনে করিবেন না যে তাঁহারা কিছুই জ্ঞাত নহেন, তবে আমার লেখার তাৎপর্য এই যে অনেকের বিদ্যা থাকিতেও শিক্ষা দিতে পারেন না, এই জন্য তাহারদিগকে বিনয় বাক্যে নিবেদন করিতেছি যে এই মত শিক্ষা দিলে আশু ফল প্রাপ্ত হইবেন ইতি।

দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত।